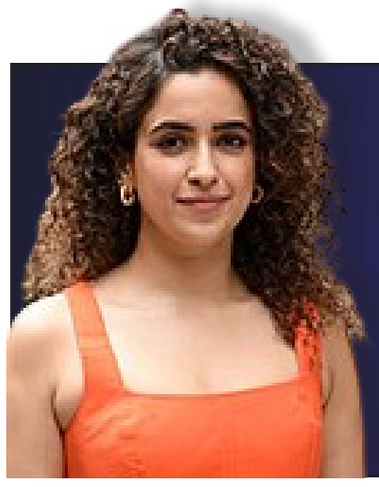

msjCHRONICLE

BRAINWARE UNIVERSITY : DEPARTMENT OF MEDIA SCIENCE AND JOURNALISM

MONSOON EDITION

5 August 2023

Kathal movie review. Page 4

Marvellous spell by Sunil Chhetri. Page 4

IN BRIEF

msj chronicle

*The editorial coordinators for this edition of msjChronicle are **Rahul Mondal** and **Mousumi Das**, sixth semester students of the department of Media Science and Journalism.*

The Nun II:Trailer review

Aryadeb Mukherjee

The Nun 2 trailer has finally been released, and it looks like it's going to be a terrifying sequel to the 2018 film. The trailer opens with a shot of Sister Irene (Taissa Farmiga), who is now a full-fledged nun. She is sent to a boarding school in France to investigate a series of mysterious deaths.P4

Oppenheimer Trailer Review

Aryadeb Mukherjee

The first trailer for Christopher Nolan's Oppenheimer has been released, and it gives us a glimpse into the life of J. Robert Oppenheimer, the scientist who led the Manhattan Project to develop the atomic bomb. The trailer opens with a quote from Oppenheimer: "I am become death, the destroyer of worlds." P4

Weather Forecast

SUNNY

Kolkata, West begal

SUNDAY
Sunny

Temperature - 31°C
Precipitation - 20%
Humidy - 80%
Wind - 5 km/h

Enriching memories we created will endure

Rahul Mondal

College is a very important part of anyone's life, and it shapes a student's mindset. After taking a year off following school, I had a difficult time choosing what I liked or disliked. A constant iteration was going on. Eventually, I consciously decided to pursue media science and journalism. After some research, I chose to study at Brainware University. We got admission during the Covid phase, and everything was online at that time. Going out was restricted, and traveling was prohibited, so our classes started online without delay. That's when we first met Arnab Sir and Indranil Sir of the Department of Media Science and Journalism. We got familiar with them because they were friendly.

Eventually, we were introduced to Sudipta Ma'am, someone who became a life-changer for me. It may seem like an exaggeration, but it's entirely true. I have now grown confident about myself, and the reason behind this was Sudipta Ma'am. The "MSJ Chronicles" became the catalyst for bonding with Ma'am, and through this platform, I learned a lot about writing and designing. In this trial-and-error process, Ma'am always pointed out my faults and helped me correct them, even if it was past midnight. She also assisted me in editing my papers.

After our third semester, our classes shifted to offline, and we started going to college. Although I had to commute a long distance daily, it was fun. The college campus and the fun we had with friends motivated us to actively participate in classes. We met Jennifer Ma'am, a unique personality with an openness one could never imagine. She taught us film studies and public relations. Over time, she became the sweetest of all. She encouraged us to discuss different matters, engaging in conversations on a variety of topics. It was an enriching experience.

Then came Tanmoy Sir, who taught us about documentaries. His classes were the most interesting in our entire course. He shared his knowledge on films, and we all listened attentively, understanding that he wanted to enlighten us. In the next semester, we met Ahana Ganguly Ma'am, who always came prepared before teaching us. Her classes were the most engaging; it never got monotonous. We learned so much from her, even though she taught us for only one semester. Her impact was long-lasting.

Finally, on the last semester, we were introduced to Sudipto Sir, the most friendly teacher we ever had. He taught us in a fun manner, and it was a pleasure attending his classes. We had fun, engaged in banter, and yet, we bonded deeply with him. It never felt like we had never had classes before that semester. We formed a strong connection. Brainware University has been a blessing to us because of the faculty. We attended valuable seminars and webinars and created memories. These days were some of the most influential in my life, and I am sure I will never forget them. The friends, the teachers, and the atmosphere we experienced were unique and mesmerizing. It was an unforgettable journey, where we experienced happiness, sorrows, tears, and fights, but at the end of the day, we were all together, crossing a significant milestone. I believe we are now ready to embark on the next chapter of our lives.

এক যুগরে অবসান

মৌসুমী দাস

স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে যখন কলেজে ঢুকলাম বুঝতে পারিনি কলেজের তিনটে বছর এত তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাবে। ঝগড়া, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, আড্ডা, গান বাজনা, পড়াশোনা, ঘোরাঘুরির মধ্যে দিয়ে এই তিন বছরে নিজের অজান্তেই বেশ খানিকটা বড়ো হয়ে গেলাম। সেই কলেজে এসে প্রথম দিনের তোলা ছবিতে থাকা কিছু বাচ্চা ছেলেমেয়ের সাথে আজকের দিনের আমাদের অনেক তফাৎ। কলেজের এই তিনটে বছর অনেক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছে আমাদের। জীবনে চলার পথে সঠিক ভাবে চলতে পারার পথ চিনিয়েছে। কলেজ যখন শুরু হয় তখন চারিদিকে এক বীভিষিকা করোনা ভাইরাস। অনলাইন ক্লাস শুরু হলেও সেই কলেজে ওঠে গেছি ব্যাপারটা ঠিক অনুভব করতে পারছিলাম না। ল্যাপটপ স্ক্রিনে প্রায় এক বছরের বেশি যে মুখ গুলো দেখে এসেছি হঠাৎ করে কলেজ খুলে তাদের সামনাসামনি দেখে আবার নতুন করে চিনলাম। শুরু থেকে যাদের সাথে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠছিল সেটা শেষ পর্যন্ত না টিকলেও এমন কিছু বন্ধু পেয়েছি যারা সময়ে অসময়ে সবসময় পাশে থেকেছে। যাদের সঙ্গে একসাথে হেসেছি আবার যাদের সামনে বসে কেঁদেছিও, যাদের সাথে ঝগড়াও হয়েছে আবার তারাই খারাপ সময়ে ভরসার হাত কাঁধে রেখে আশ্বাস জুগিয়েছে। আশা আছে তারা সারাজীবন এভাবেই পাশে থেকে যাবে। শুধু এই বন্ধুরাই নয় কলেজ জীবনের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে আরও এমন কিছু মানুষ যাদের কাছে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। প্রথম সেমিস্টারেই দুজন মানুষ খুব কাছের হয়ে উঠেছিল অর্ণব স্যার আর ইন্দ্রনীল স্যার। আমার জীবনের সবথেকে খারাপ সময়ে তারা আমার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীবনে ভেঙে না পড়ে লড়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। সুদীপ্তা ম্যাম সেই প্রথমদিন থেকেই আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করেছেন। আমার লেখালেখির ক্ষেত্রে উৎসাহ জুগিয়েছেন। যার উৎসাহ এবং সহযোগিতায় তৈরি হয়েছিল আজকের এই msj chronicle। এবং এখনও ম্যামের তৎপরতায় কাগজটি বেরোচ্ছে। আশা করবো ভবিষ্যতে আমাদের জুনিয়াররা খুব ভালো ভাবে এই পেজটা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ম্যামের মতো এতটা নম্র বিনীত মানুষ খুব কম দেখতে পাওয়া যায় এখনকার যুগে। এরপর আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট শতাব্দী ম্যাম। তার কাছ থেকে জীবনে ডিসিপ্লিন হওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তন্ময় স্যার আমার লেখালেখির উৎসাহকে আরও বাড়িয়েছেন। ওনার আমার উপর ভরসা দেখে নিজের উপর ভরসা করতে শিখেছি। জেনিফার ম্যাম, অহনা ম্যাম, সুদীপ্ত স্যার প্রত্যেকেই আমাদের অত্যন্ত স্নেহ ভালোবাসায় ভরিয়ে রেখেছিলেন এই তিনটে বছর। তাই এই কলেজ শেষে কলেজ থেকে বেরিয়ে গেলেও আশা আছে এই মানুষগুলোর সাথে এরপরেও যোগাযোগ থাকবে।

এখন মনে করলেও নস্টালজিয়া অনুভব হয় আবার মনে হয় আরে এই তো সেদিনের ঘটনা সব। মনে আছে আমাদের ফ্রেসারস হয়েছিল অনলাইন। তাই কলেজ গিয়ে আমাদের জুনিয়রদের ফ্রেসারস টা খুব স্মরণীয় ভাবে পালন করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু উল্টো তারা নিজেরাই ফ্রেসারস এ পারফর্ম করে আরও স্মরণীয় করে তুলেছিল দিনটা। সেই থেকেই ধীরে ধীরে অনেক অচেনা মুখ খুব কাছের হয়ে উঠেছিল। যারা কোনোদিন জুনিয়র নয় বন্ধুর মতোই ছিল। যাদের সাথে বসে ক্লাসের পর ফাঁকা ক্লাসরুমে ঘন্টার পর ঘন্টা কত গল্প, আড্ডা, পিছনে লাগা চলতেই থাকতো। আর বন্ধুদের সাথে ক্যান্টিনে খেতে খেতে আমাদের বিভিন্ন ধরণের আলোচনা সেগুলো হয়তো আর হয়ে উঠবে না। কিন্তু জানি আজ থেকে কিছু বছর পর যখন আবার কলেজে আসবো তখন এভাবে একসাথে সেই পিছনে জানলার ধারের টেবিলে বসে আবার আমরা গল্প আলোচনা করতে করতে খাবো। আর এটাও নিশ্চিত তখন আমাদের আলোচনার কেন্দ্র হবে আমাদের বর্তমান কলেজের দিনগুলো। এছাড়াও মনে পরে ডিপার্টমেন্ট থেকে জিন্ ফেস্ট আয়োজনের কথা। স্যার ম্যামদের উৎসাহে জিন্ বানানো, মেয়েদের কমনরুমে বসে ক্লাসের ছাড় পেয়ে পোস্টার বানানো। আর যখন পুরো কলেজ এই জিন্ ফেস্টে সামিল হল সেটা ছিল এক আনন্দের অনুভূতি। কলেজের শেষ সেমিস্টার টা সবথেকে বেশি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ এই সময়টাতে বুঝতে পারছিলাম আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে। তাই আরও ভালো করে যেটুকু সময় বেঁচে আছে সেটাকে ভালো মুহূর্ত, গল্প, আড্ডা দিয়ে স্মৃতির ঘড়া পূরণ করে নিতে চাইছিলাম। এই সময়টাতেই স্যার ম্যামরা যেন আরও অনেক বেশি কাছের হয়ে উঠেছিল। বন্ধুর মতো তাদের সাথে মিশতে পারছিলাম আরও বেশি করে। ক্লাসমেট আর জুনিয়ররা পাশে থাকতেও তাদের মিস করছিলাম। মনে হচ্ছিল আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপর এই মুখ গুলো আর কোনোদিন দেখতে পাবো কিনা সেই নিশ্চয়তা নেই। যার উপর যত রাগ অভিমান সব এই শেষের কয়েকটা দিনে গলে জল হয়ে গেছিল। যাদের সঙ্গে এই তিন বছরে বেশি সময় কাটাতে পারিনি কোনো এক অজানা কারণে তাদের কেও মিস করছিলাম।

সব শেষে স্যার ম্যামদের সহযোগিতায় জুনিয়রদের আয়োজিত আমাদের জন্য ফেয়ারওয়েলের দিনটি খুব বিশিষ্ট একটি দিন ছিল। নানারকম হাসি মজা, নাচ গানের মধ্যে দিয়ে সময়টা যে কখন ফুরিয়ে আসলে কেউ টেরই পেলো না। সেদিন চোখে জল আর মুখে হালকা হাসি নিয়ে যখন সেই রুম নম্বর ৪০৮ থেকে শেষ বারের মতো বেরিয়ে আসলাম তখন কোথাও গিয়ে অনুভব করতে পারলাম যে এবার দুনিয়ার সাথে পা মিলিয়ে লড়াই করার সময় শুরু হল। হয়তো আজ থেকে বেশ কিছু বছর পর আবার যদি কখনো কলেজে আসি। এই রুম নম্বর ৪০৮ এ এসে বসে আরও একবার এই দিনগুলোকে বাঁচার চেষ্টা করবো।

College life memories

Shreya Saha

The end of college life marks the closing of a chapter filled with memories that we hold dear and will never be able to relive. It is a time of reflection, nostalgia, and a bittersweet farewell to a period that shaped us in so many ways. The friendships forged, the late-night study sessions, the laughter and camaraderie shared in the hallways, and the exhilaration of newfound independence are memories that will forever be etched in our hearts.

As we bid adieu to our college years, we can't help but feel a sense of longing for the moments that will never be repeated. The carefree days spent on campus, the spontaneous adventures embarked upon, and the bonds formed with classmates who became like family are all part of the tapestry of our college memories. Each interaction, each class, and each experience played a part in shaping our identities and preparing us for the journey ahead.

The end of college life also signifies the transition into the next phase of our lives. It is a time of mixed emotions, as we step into the unknown and leave behind the familiar comfort of our alma mater. While we may feel a tinge of sadness, we also carry with us a sense of pride for the accomplishments achieved and the personal growth experienced during our time in college.

Although we can never truly relive those college days, the memories serve as a constant reminder of the lessons learned, the friendships forged, and the dreams that were nurtured. They become a source of inspiration and motivation as we navigate the challenges and opportunities that lie ahead. The memories of our college life become cherished treasures that we hold onto, providing comfort and nostalgia as we embark on new adventures.

As we close this chapter of our lives, we recognize that while our college years have come to an end, the memories and experiences we gained will forever shape our perspectives and contribute to our personal and professional growth. We will carry the lessons learned, the friendships made, and the moments cherished with us as we embark on new endeavours. Our college memories will always hold a special place in our hearts, reminding us of the transformative years we spent, the lessons we learned, and the individuals we became.

The end of college life brings forth a flood of memories that we can never truly recreate. It is a time of reflection, nostalgia, and bidding farewell to a period that played a significant role in shaping our lives. Though we may long for those days, we carry the lessons, friendships, and experiences with us as we embrace new beginnings. The memories of our college life will forever remain a cherished part of who we are, a testament to the transformative power of those formative years.

শুধু যাওয়া-আসা...

শিউলি মন্ডল

কলেজ জীবনের দুটো বছর অতিবাহিত হয়েছে আর বছর খানেক, তারপর কলেজের সব পরিচিতদের সাথেই সম্পর্ক-টা 'তুমি কহা? হম কহা?' ঠিক যেমন গত দু-তিন বছর এই কলেজের স্টুডেন্ট থাকার পর আমাদের সিনিয়রদের অনেকের সাথেই হয়তো আর কলেজ ক্যাম্পাসে দেখা হবে না।

'কলেজ সিনিয়র' কথাটা শুনলেই হয়তো মিশ্র কিছু ছবি ভেসে ওঠে মনে। একটু রাগী, একটু বকা আবার নিজের পরিবারের মতো করেই আগলে রাখা। সব সিনিয়রদের সাথেই দারুণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক বললে বোধহয় বাড়াবাড়ি করা হবে। সত্যি বলতে কী, প্রত্যেকের সাথে ব্যক্তিগত স্তরে সম্পর্ক গড়া হয়ে ওঠেনি। অনেককেই চিনতাম শুধু 'সিনিয়র' হিসেবেই। আবার অনেকের সাথেই সম্পর্কটা খুবই কাছের।

প্রথম সেমিস্টারে অনলাইন ক্লাসে একদিন সুদীপ্তা ম্যাম আলাপ করিয়ে দিলেন রাহুল দা, মৌপিয়া দি দের সাথে। তারপর আর কী? যখন-তখন সমস্যা নিয়ে আমরাও হাজির তাদের কাছে। প্রেজেন্টেশন হোক বা অ্যাসাইনমেন্ট, রাহুল দা কে একটু বেশিই বিরক্ত করেছি বোধহয় আমরা।

তারপর কোভিডের বাঁধা-নিষেধ পেরিয়ে সেকেন্ড সেমিস্টারে আমরা হৈ-হৈ করে ঢুকলাম কলেজ ক্যাম্পাসে। কলেজের প্রথম স্পোর্টস ডে; না খেললেই বা কী? চিয়ার করতে তো হবেই ডিপার্টমেন্ট-কে! কলেজ যাওয়ার পথে টোটোয় একরকম যেচে আলাপ, দিশানী দির সাথে। হঠাৎ হওয়া আলাপটাই গড়ালো একটা দিদি-বোনের সম্পর্কে। ব্যক্তিগত টানাপোড়েন, হাসি-ঠাট্টা সবই যোগ হলো একে একে। দিশানী দির মাধ্যমে পরিচিত হলাম আরো সিনিয়রদের সাথে। ফ্রেশারস আর ফেয়ারওয়েলের মতো অনুষ্ঠানে পরিচয় হলো আরো অনেকের সাথে।

তারপর ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটের পথে মৌসুমী দি, সৌমিক দা হোক বা মিটিং-এ কৌস্তুভ দা কিংবা নাটকের রিহার্সালে শ্রেয়া দি, আবার অনেক কাজের সূত্রে তারক দা,অমরনাথ দা, অভিষিক্তা দি, সুমন দা, ধীরে-ধীরে পরিচয় হয়েছে অনেকের সাথেই।

অনেক সম্পর্ক সিনিয়র-জুনিয়রের বাইরে গড়ে উঠেছিল। সেগুলো জানি অবশ্যই টিকে থাকবে, আবার হয়তো অনেকের সাথেই আর কথা হবে না। যা থেকে যাবে তা হলো স্মৃতি; হাসি-ঠাট্টা, মান-অভিমান মেশানো স্মৃতিগুলো সবাই সযত্নে রেখে দেব।

এখন আমরাও সিনিয়র তাই হয়তো কিছুটা দায়িত্ববান হওয়ার পালা। পরের বছর হয়তো আমাদের কোনও জুনিয়র আমাদের নিয়ে কিছু লিখবে এই ক্রোনিকালে। নিয়মমাফিক নতুন ব্যাচ আসবে আর পুরনো ব্যাচকে বিদায়ে জানিয়ে এগিয়ে যাবে জীবনের নতুন অধ্যায়ে। জীবন বোধহয় কবিগুরুর গানের মতোই, 'শুধু যাওয়া-আসা...'

সিনিয়রদের আগামী জীবনের জন্য সাফল্য কামনা করি আর আশা করি সম্পর্কগুলো হারিয়ে যাবে না।

ও হ্যাঁ, বন্ধুদের আড্ডায় বারংবার করা একটা প্রশ্নের হয়তো উত্তর ঠিকঠাক কখনোই দেওয়া হয়নি, 'ফেভারিট সিনিয়র কে?'

ঠিক বুঝতে পারতাম না কাকে ছেড়ে কার নাম নিই তবে এখন মনে হয় উত্তরটা আমি জানি। নাম আমি বলবো না, কথাও বেশি হয়নি তার সাথে। সত্যি বলতে কি চিনতাম ও না তিন-চার মাস আগে অব্দি কিন্তু কবিতাটা দারুণ ছিল (সৌজন্যে কানু)।

এক সফলতার গল্প

হরিনাথ দে

বিপ্লব কুমার চন্দ্র
Librarian
Pharmaceutical Technology

১৮৭৭ সালে, ১২ই আগস্ট তাঁর জন্ম আর ১৯১১ সালের ৩০শে আগস্ট মৃত্যু। তার মাঝে মাত্র ৩৪টি বছর তিনি নিজ কর্মকান্ডের যে যাদু দেখান এক কথায় তা বিশ্বের বিস্ময়। এই ৩৪টি বছরের মধ্যে তিনি ৩৬টি ভাষাজ্ঞান ও ১৮টি এম.এ. ডিগ্রী সহ আরও বহু সন্মানে ভুষিত হন। তবে বাল্যকালে তিনি খুব একটা ভালো ছাত্র ছিলেন না।

হরিনাথ দে মহাশয়ের বাল্যকালটি ছত্তিশগড়ের রায়পুরে কাটে। এখানেই তাঁর প্রাইমারি ও আপার প্রাইমারি শিক্ষা শেষ হয়। বরাবর তিনি অঙ্ক শাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন। প্রায়শই তাকে এই জন্য ক্লাসে ব্রেঞ্চের উপর দাঁড়াতে হত। এমন কি লাঞ্ছনার ভয়ে স্কুল পালিয়ে কোম্পানীর বাগানে বসে থাকতেন।

একদিন তাঁর বন্ধু নাটু-র বাবা, উমেশচন্দ্র মিত্র এ নিয়ে হরিনাথ কে বহু কথা শোনায়। অভিমান নিয়ে বাড়ি ফিরে হরিনাথ তাঁর বাবা কে সব বলেন। এবার পিতা পুত্রের মধ্যে এক মৌখিক চুক্তি হয়। তাতে ঠিক হয় যে, হরিনাথ দে মহাশয় ভালো রেজাল্ট করবে। আর বাবা রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে ছেলেকে পছন্দ মত বই কিনে দেবেন। দু'জনেই কথা রাখে। ১৮৯০ থেকে হরিনাথ দে মহাশয়ের স্কলারশিপ যাত্রার সূচনা হয়। অগণিত স্বর্ণপদক, স্কলারশিপ ও ডিগ্রি তিনি অর্জন করেন তাঁর ৩৪ বছরের জীবন দশায়।১৮৯৪ সালে, সেন্ট জেভিয়াস কলেজে মোট ৭১ জন এফ. এ. পরীক্ষায় বসেন। তাঁর মধ্যে মাত্র একজন প্রথম বিভাগে পাশ করেন। আর সে হল হরিনাথ দে। ইংরেজী ও লাতিন ভাষায় নিজ পান্ডিত্যের প্রতিভার বলে ডাফ্ স্কলারশিপ তিনি অর্জন করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেটে তাঁর নাম ১৫ নম্বরে আসে। সে সময় অনেকেই বলেন. অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিভাগে যদি আরেকটু ভালো ফল করতেন তবে তাঁর নাম আরও উপরে থাকত।

নাম তাঁর উপরেই উঠেছিল। বাঙালী তথা ভারতীয়দের গর্ব ছিলেন হরিনাথ দে মহাশয়।

একবার University of Culcutta-র সংস্কৃত বিভাগে শক্ত প্রশ্ন হয়েছিল বলে বিবাদ দেখা দেয়। যেহেতু হরিনাদ দে মহাশয় এবিষয়ে জড়িত ছিলেন তাই তাঁকেও নানান প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। সময়টা ১৯০৮। হরিনাথ দে নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যের 'এ' এবং 'ই' শাখায় এম. এ. পরীক্ষা দেন। আর দুটি বিভাগেই প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

তিনিই ভারতের প্রথম I.E.S Officer (Indian Education Service)। বলি রাখি, সে সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই পদে থাকলেও নেটিভদের তুলনায় ব্রিটিশ অফিসারদের বেতন বেশী হত।

তবে হরিনাথ দে এমনই এক বিদ্যান ভারতীয় অফিসার ছিলেন যার বেতন ব্রিটিশ অফিসারদের সমতুল্য ছিল। তৎকালীন সময়ের নিরীক্ষে তা যথেষ্ট সন্মান ও কৃতীত্বের বিষয় ছিল। ১৯০৯ সালের ২৩শে ফ্রেবয়ারি, ইমপিরিয়াল লাইব্রেরী (ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার যার বর্তমান নাম) লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি এই পদ লাভ করেন। তাঁর কৃর্ত্তী এত অল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। মাত্র ৩৪ বছরের কর্মযজ্ঞ, সারা বিশ্বের ইতিহাস কে চমক দেয়।

শুধু এই টুকুই বলা চলে যে, একটি বিষয়ে দুর্বলতা, কখনই সাফল্যতার পথে, অন্তরায় হতে পারে না। মাত্র ৩৪ বছরের হরিনাথ দে-এর কর্মকান্ড-ই এর সব থেকে বড় প্রমাণ।

প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট

চন্দ্রমুখী বসু

বিপ্লব কুমার চন্দ্র

প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হিসেবে মানুষ যতটা কাদম্বিনী মহাশয়া কে মনে রেখেছেন, চন্দ্রমুখী বসু নামটি সে তুলনায় অনেকটাই উপেক্ষিত।

১৮৬০ সালে চন্দ্রমুখী বসু জন্মে ছিলেন নেটিভ খ্রিষ্টান পরিবারে। বেথুন স্কুলে পড়তে চাইলেও, নানান কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। দেহরা দূন থেকে এফ এ পরীক্ষায় পাশ করে, তিনি একের পর এক আবেদন পত্র পাঠান University Of Calcutta-য়। আবেদনের বিষয় ছিল যে, University Of Calcutta থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরীক্ষাটি দেবার সুযোগটি যেন তাঁকে দেওয়া হয়।

শেষে তিনি সুযোগ পান। আর পরীক্ষাতেও খুব ভালো ফল করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর রেজাল্ট পাবলিশ করা থেকে বিরত থাকে। কারণ University Of Calcutta-র রুল বুকে 'অল পার্সনস' কথাটি থাকলেও, কোন মহিলার রেজাল্ট প্রকাশের কথা ছিল না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্ষেত্রে, কোনো ছাত্রীর রেজাল্ট বের করাও দায় নেই। এর কয়েক বছর পর University Of Calcutta-য় পরীক্ষা দেন কাদম্বিনী বসু। এত দিনে কাদম্বিনী বসু, অবলা দাশ সহ অনেকেই প্রতিবাদ করেছিল, জাতে University Of Calcutta-য় মহিলারাও পরীক্ষা দিয়ে নিজেদের ডিগ্রি অর্জন করতে পারে।

University Of Calcutta-র কর্তৃপক্ষ কিছুটা চাপে পরেই, নিজেদের রুল বুকে লেখেন - 'অল পার্সনস অ্যান্ড উইমেন আর অ্যালাউড...'।

১৮৮৩ সালে University Of Calcutta, কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসুকে একসাথে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি প্রদান করে। ১৮৭৯ সালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও, চার বছর পর তিনি স্বীকৃতি পান। আর প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট খেতাব থেকেও বঞ্চিত হন। চন্দ্র মুখী বসু University Of Calcutta-র প্রথম ছাত্রী, যিনি এখান থেকে M. A. ডিগ্রি অর্জন করে। এশিয়ার মধ্যে প্রথম অধ্যক্ষা খেতাব তিনি অর্জন করে।

যে বেথুন স্কুলে তিনি একদা পড়তে পারেননি, তারই শিক্ষিকা ও পরে কলেজের অধ্যক্ষা পদ, তিনি গ্রহণ করেন। তবে সমাজে কাদম্বিনী বসু -র নামটি যতটা পরিচিত (ছোট পর্দার দৌলতে), চন্দ্রমুখী বসুর নামটি ততটাই অন্ধকারে।

The Nun II:Trailer review

Aryadeb Mukherjee

The Nun 2 trailer has finally been released, and it looks like it's going to be a terrifying sequel to the 2018 film. The trailer opens with a shot of Sister Irene (Taissa Farmiga), who is now a full-fledged nun. She is sent to a boarding school in France to investigate a series of mysterious deaths. As she arrives at the school, Irene begins to have visions of the demonic nun, Valak. She soon realizes that Valak is responsible for the deaths and must find a way to stop her before it's too late.

The trailer is full of creepy imagery, including a possessed nun, a swarm of rats, and a terrifying close-up of Valak's face. The music is also very suspenseful and builds up the tension throughout the trailer.

Overall, the Nun 2 trailer looks like it's going to be a worthy sequel to the first film. It's definitely one to watch out for if you're a fan of horror movies.

Here are some of my thoughts on the trailer:

I love that the trailer picks up four years after the first film's events. This gives us a chance to see how Sister Irene has changed since then, and it also sets up a new mystery for her to solve.

The imagery in the trailer is really creepy. The possessed nun, the swarm of rats, and the close-up of Valak's face are all very effective at creating a sense of dread.

The music in the trailer is also very suspenseful. It builds up the tension throughout the trailer, and it really helps to set the tone for the film.

Overall, I'm really excited about The Nun 2. The trailer looks like it's going to be a terrifying sequel, and I can't wait to see how it all plays out.Here are some of the reactions from other people who have seen the trailer:

"That trailer was terrifying! I can't wait to see The Nun 2."

"The imagery in the trailer is so creepy. I'm definitely going to be seeing this movie."

"The music in the trailer is really suspenseful. It really builds up the tension."

I think it's safe to say that the Nun 2 trailer has gotten people excited about the film. It's definitely one to watch out for if you're a fan of horror movies.

In conclusion, The Nun 2 trailer has undoubtedly succeeded in generating anticipation and excitement among horror movie enthusiasts. With its captivating storyline, creepy imagery, and suspenseful music, it promises to be a chilling and thrilling sequel to the 2018 film. The return of Sister Irene and her journey to uncover the mysteries surrounding the demonic nun, Valak, offers a fresh perspective on the terrifying world introduced in the first installment.

BRAINWARE UNIVERSITY

THE MONTH THAT WAS...

Assocham recognises Brainware as the 'Best University for Promoting Industry-Academia Linkage'

2-day MANRS workshop for Cyber Science students, in collaboration with IIC

On July 28, World Nature Conservation Day, Hon'ble Chancellor Phalguni Mookhopadhayay inspired colleagues and students by planting saplings

Dr. Ranjan Kumar Srivastava discusses at a session on 'Allied Health Science Scope and Prospects'

Akhil Bharatiya Shiksha Samagam witnessed by the faculty members of Brainware University

CSE students visit Euphoria Genx for hands-on training on web development

COURTESY: UNIVERSITY NEWSLETTER

Mandala - Sneha Das

Coppersmith barbet... Debkanta Banerjee

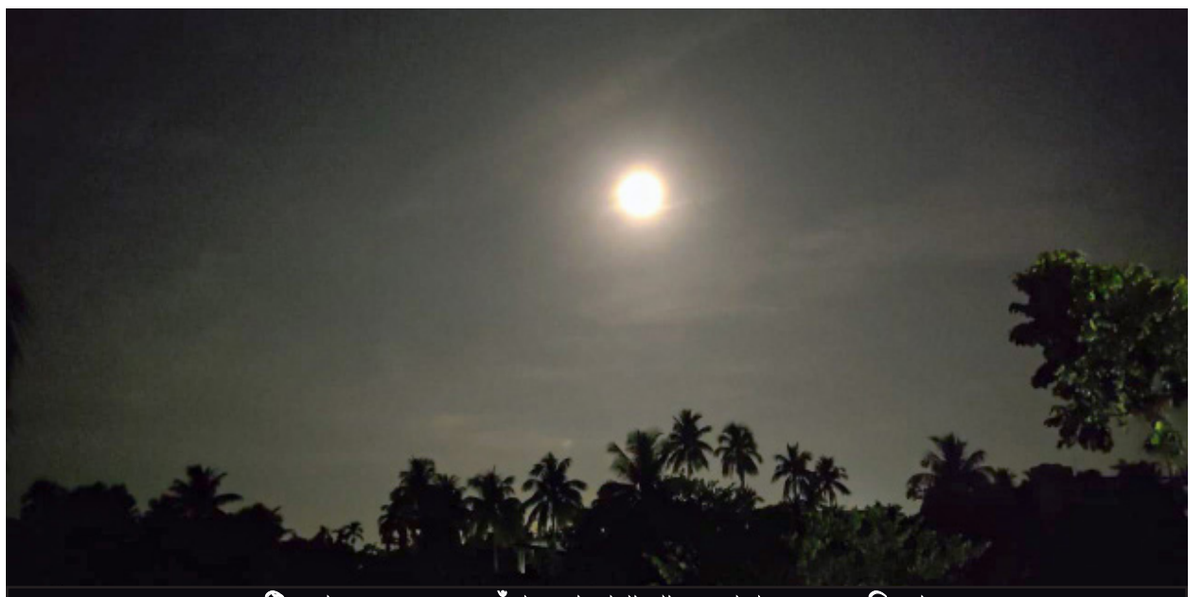

বৃষ্টির পর নেমে এলে আঁধার, প্রত্যাশা থাকে তারার.. সহেলি দাস

অপেক্ষা... সুপ্রতীক রায়

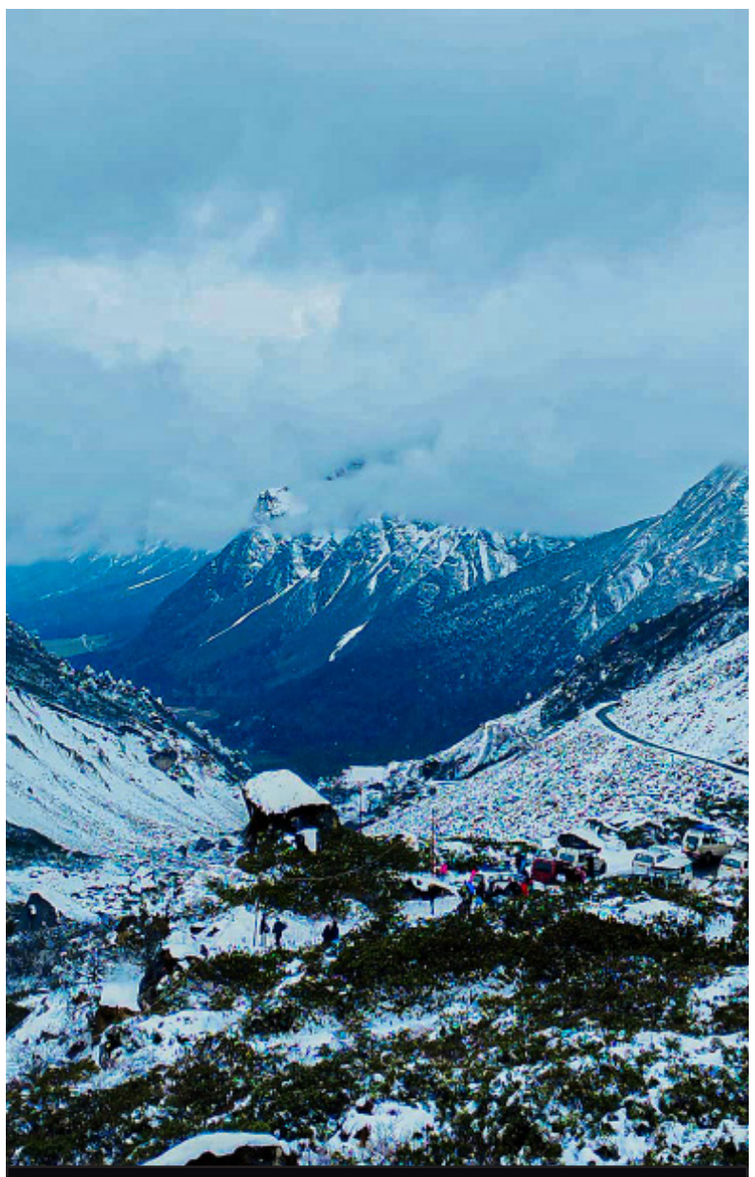

Zero point North Sikkim. Picture by- Rajlaxmi Sarkar

মেঘলা আকাশ। বিপাশা মান্না

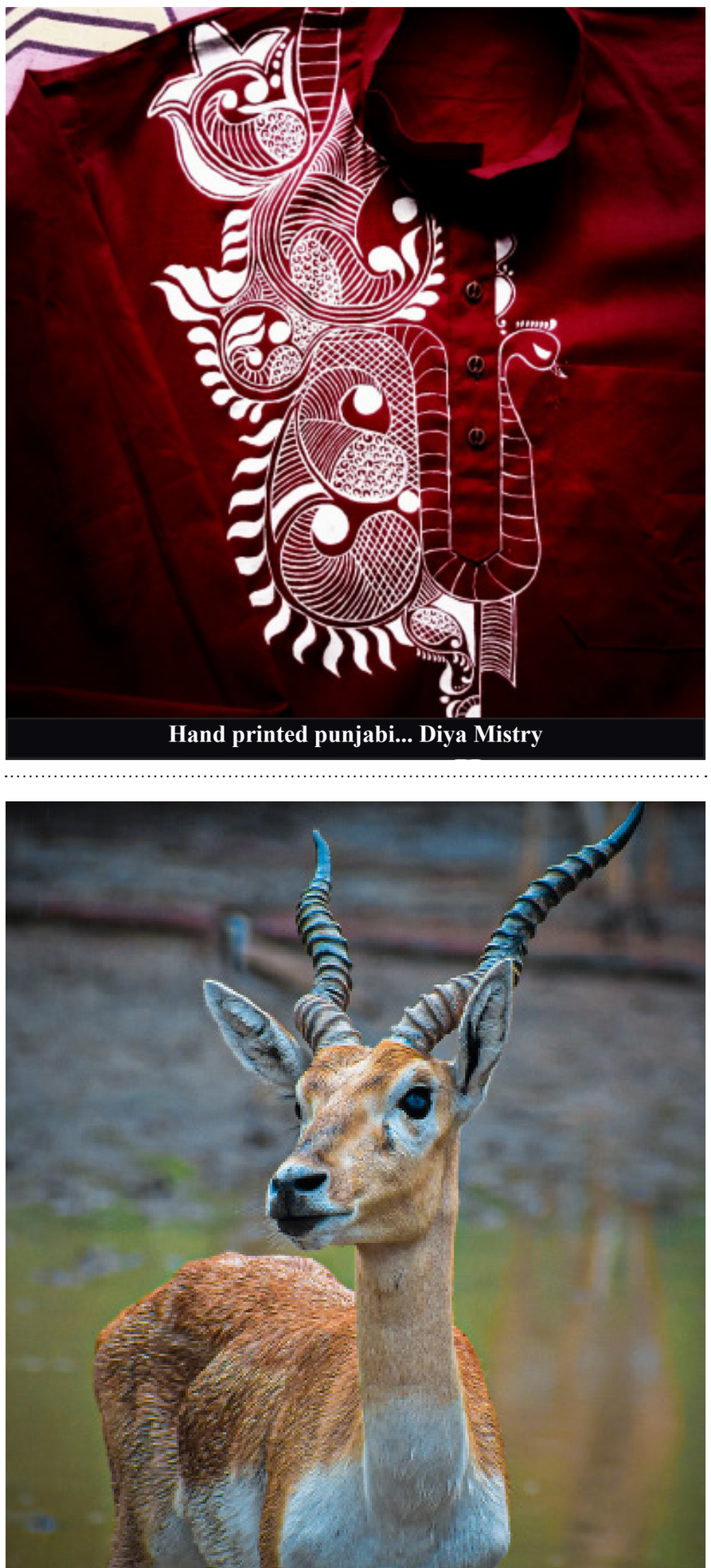

Hand printed punjabi... Diya Mistry

স্টেশন যখন ব্যাস্ততায়, ড্রেস কোড সব ব্যাস্ত যেথায়,
উলঙ্গ দুই ছোট্ট প্রাণ ব্যাস্ত দেখো আপন খেলায়। উজ্জ্বল কুমার মন্ডল

বন্য হরিণ - Krishnendu Ghosh

Bloody Daddy - Movie review

Moupiya Maity

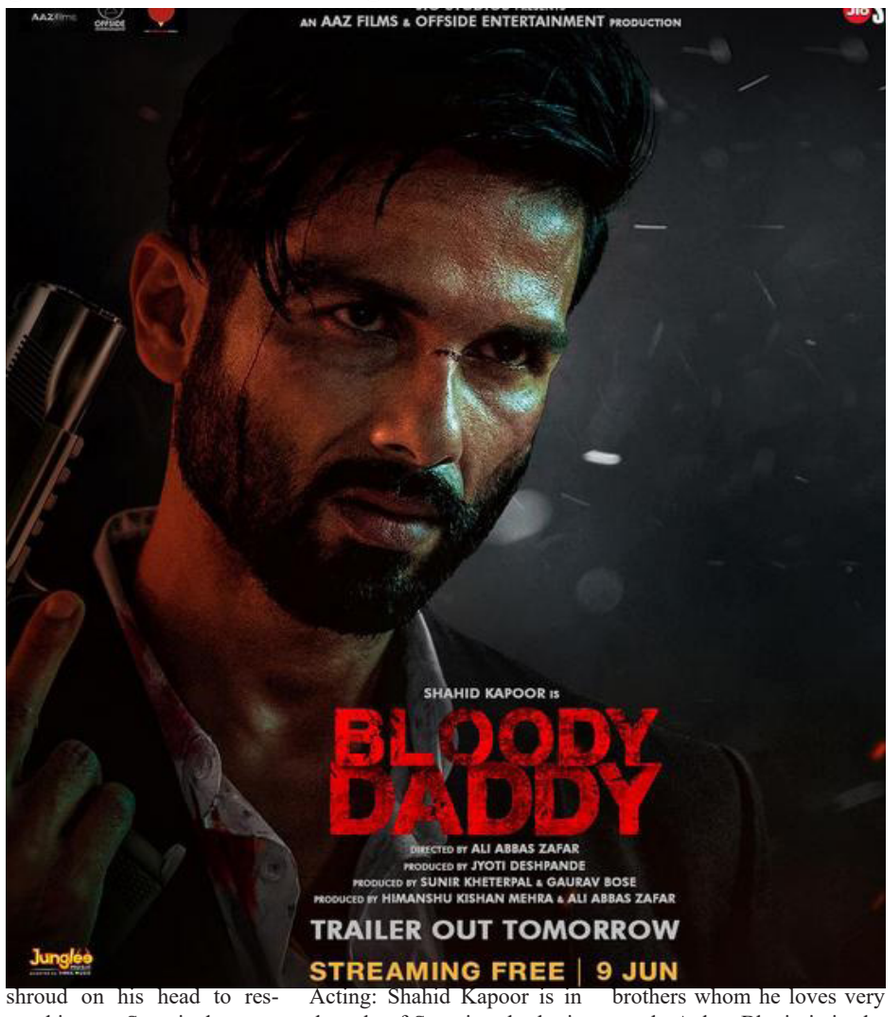

Bloody Daddy released on the OTT platform JioCinema in June 2023. Shahid Kapoor's Bloody Daddy is the Hindi remake of the 2011 French film Sleepless Night. Let me tell you, before Bloody Daddy a remake of Sleepless Night has also been made in Tamil language. Kamal Haasan played the lead role in Thoongavanam released in 2015.

Storyline: Coronavirus started knocking at the end of the year 2019 and in 2020 it captured the whole world. Due to this, in 2021, where millions of deaths occurred, at the same time many people also became unemployed. Because of this, crime also increased. The police also started being active.

There is a man whose wife left him, a son who finds his father irresponsible. He also serves the country. He's a senior officer in narcotics. But his actions are like that of a hooligan. One day there is a shootout in the nearby area of Delhi. In this Sumair (Shahid Kapoor) gets drugs worth about Rs 50 crore. Sumair gets the drugs of mafia boss Sikandar (Ronit Roy). Sikandar kidnaps Sumair's son Atharva to get his drugs. This is Sumair's weakness. He can do anything and go to any extent for his son.
Meanwhile his department members suspect him and go out to nab him. They think that Sumair is the culprit and is involved with the mafia. Sumair leaves after tying a shroud on his head to rescue his son. Sumair does not prove his honesty and patriotism here like in the old films. He saves his son but can he escape from the police? Or does he too become a victim of the shootout? Can his wife be found or does the government give him a medal? There are some questions and you will have to watch Bloody Daddy to know the answers.

Acting: Shahid Kapoor is in the role of Sumair, who he is in this movie is different. His passion to do anything for his son or the style of catching drug mafia in different style is different. He seems to do justice to his character in this film. Ronit Roy, in the role of Sikandar, is a drug mafia. In this he is strict with people, but very soft for his work and brothers. He also has two brothers whom he loves very much. Ankur Bhatia is in the role of Vicky. A different avatar of Ankur has been seen in Bloody Daddy. Diana Penty is also worth watching. Rajeev Khandelwal also has a good presence. Sanjay Kapoor is seen copying his brother Anil Kapoor in the role of the mafia. Zeeshan Quadri's work is also good.

Cinematography and editing: Bloody Daddy is captured by cinematographer Marcin Laskawiec. The story of the film is a day and night i.e. a 24-hour story. They have shown it well with light and shade. The film is edited by film editor Steven H. Bernard. The initial 50 minutes pass by in a gripping sequence of events. An amazing pairing of writing and editing is evident in the film.

Writing and direction: Shahid Kapoor's Bloody Daddy is written by the film's director Ali Abbas Zafar along with Aditya Basu and Siddharth Garima. The story has been written in such a way that it does not seem like a remake. The film has been written in a very precise manner. This is Ali's first film with full action. In this another aspect of his direction can be seen. Ali started his career with the film Mere Brother Ki Dulhan.
Why you should watch:

The director of the film Ali Abbas Zafar has worked hard on the film. Every scene is very well written because of this there is no boredom anywhere. The movie moves very fast and you don't even know when it ends. Drama, action, comedy is all in abundance in the film. The minus points: The story of the film is quite simple, much of which we got to know from the trailer of the film itself. That's why the audience knows what is going to happen. Apart from this, there is abuse in many scenes. This film will definitely disappoint many in the audience.

From Boro Didi

Aiyushe Maity

Phewww! Another month passed away in a blink.
Last month was Pride Month, a month where love and inclusivity is celebrated. Last month, I noticed a few of you being super upset. I don't need to mention names but you know who you are. Some people assumed your orientation and made fun of you which made you upset, but does it matter? If you are straight or gay or bisexual or lesbian, at least you are not a bully. If you are in the closet and you are not ready to come out yet, that is completely your own choice.
There is a right time for everything. Love is a beautiful thing, and you should not be ashamed of it. If you have some doubts about it there is no shame in exploring. Read articles, visit instagram profiles of LGBTQ celebrities or just create a profile on a dating app and engage in open-minded conversations. If you have no idea how to come out to your dear ones and you are scared how they may react just remember someone who loves or cares for you truly would never judge you. They will accept you the way you are. Just a piece of advice: if you do plan to come out, make sure that it is not drastic or dramatic. Remember to be your authentic self

The past few months have been hard on you, I know. Ending a five-year-long relationship is not an easy thing to do. All the memories, laughs and fights vanished in a span of a few texts. I am pretty sure you are still thinking of him but ask yourself, is he thinking of you? You think he still loves you but if a person loves someone would they suddenly lose feelings for that person? Actions speak louder than words. My advice to you would be give time to yourself - Meditate, journal, work out and most importantly work on yourself. Love yourself first and that is only when you will be able to completely love others. Your vibe attracts your tribe. Until and unless you stop this cycle of self-blame and self-criticism, you will never find the special someone who is made specially for you.

Some goodbyes are not good at all. We will all dearly miss our lovely seniors. All the bunking, jamming sessions in the canteen, house parties and late night video calls! But every good thing has to end at some point or the other. What to do when the end is near? You smile and accept it and wait for the new beginning while carefully preserving the memories.
Hopefully your borodidi could be of some help, hopefully she could help you unburden your heart a little or relax your mind a bit. I would be seeing you very, very soon. Till then remember that I love you and I am always there for you.
Your BoroDidi

Oppenheimer trailer review

Aryadeb Mukherjee

The first trailer for Christopher Nolan's Oppenheimer has been released, and it gives us a glimpse into the life of J. Robert Oppenheimer, the scientist who led the Manhattan Project to develop the atomic bomb. The trailer opens with a quote from Oppenheimer: "I am become death, the destroyer of worlds." This is a reference to a verse from the Bhagavad Gita, which Oppenheimer is said to have recited after witnessing the first atomic bomb test.

The trailer then cuts to a series of images that show Oppenheimer's rise and fall. We see him as a young scientist, working on the Manhattan Project. We see him as a leader, making difficult decisions about the use of the atomic bomb. And we see him as a broken man, haunted by the knowledge of what he has created.The trailer is visually stunning, with Nolan's trademark use of slow-motion and sweeping shots. The performances are also top-notch, with Cillian Murphy giving a tour-de-force performance as Oppenheimer. The trailer ends with a chilling image of Oppenheimer standing in front of a mushroom cloud. It's a powerful reminder of the destructive power of the atomic bomb, and the burden that Oppenheimer bore as its creator.
Oppenheimer is scheduled to be released in theatres on July 21, 2023. It is sure to be a major event, and the trailer has only whetted our appetites for what is sure to be a powerful and thought-provoking film. Here are some additional details about the trailer:
• The trailer is set to the song "Atomic Bomb" by The Atomic Fireballs.
• The trailer was directed by Christopher Nolan himself.
• The trailer was edited by Jennifer Lame.
• The trailer was scored by Ludwig Göransson.

The social satire of the movie 'Kathal'

Payal Dhauria

The teaser and trailer for Kathal give the impression that this movie will only be a typical small-town comedy, but the movie is much more than that. Kathal - A Jackfruit Mystery is a satirical comedy directed in Hindi by Yashowardhan Mishra for Netflix. Kathal presents itself as a typical small-town tale of how the police try to locate a missing kathal (jackfruit) that belongs to an MLA. As the case of the stolen jackfruit develops, the movie nicely matches the social satire sub-genre, the film employs humour and irony to expose the lapses and vices of individuals and society.

The importance of the jackfruit is also made clear in the first few minutes of the movie, confirming that this isn't a small incident. Vijay Ras, who plays the MLA, has such a fun and cunning character at the same time; his complete indifference, hate and frustration over almost everyone around him and his lack of empathy is evident throughout. Sanya Malhotra portrays the role of Mahima, a police inspector who is tasked with finding the two jackfruit that were stolen from the MLA's home.

The inspiration from Wes Anderson's films was evident in many scenes and shots of the movie. This film extracted some really thought-provoking moments despite being a light-hearted social satire. It made clear what matters most in our political and bureaucratic systems, especially when it concerns those in positions of power. This makes it a fitting commentary on caste politics as well as the display of insecurity and discord among people when women take charge in higher positions and tackle disputes riddled with patriarchal norms.

মাকালু থেকে প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরলো পিয়ালী বসাক

সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছে **অর্কদ্যুতি দাস** এবং **অনুষ্কা দত্ত**।

৮০০০ মিটার উচ্চতায় আপনি যে আটকে গিয়েছিলেন আপনাকে কিভাবে উদ্ধার করা হয়? ঘটনাটা কি ঘটেছিল?

= "আমরা ১৬ই মে বেরিয়েছি মাকালু সামিটের জন্য। তার আগে বেস ক্যাম্প ট্রেনিং করে camp 1, camp 2, camp 3 তে পৌঁছায়। Camp 3 থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হয় সামিটের জন্য। সারারাত পর্বতের খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে থাকি। পুরোই খাড়াই দেওয়াল মাকালু, এর জন্য বেশি পর্বতারোহীরাও যায় না এই মাকালু অভিযানে। এই অভিযান খুবই টেকনিক্যাল যাদের টেকনিক্যাল প্র্যাকটিস আছে তারাই যায়।
আমি প্রথমে অক্সিজেন ছাড়াই যাচ্ছিলাম পরের দিন সকালে চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। সেই দিন তুষারঝড় খুব চলছিল। আমরা যে ফোরকাস্ট রিপোর্ট পাই তার সাথে আবহাওয়ার কোন মিল পাচ্ছিলাম না। চূড়ার কাছে গিয়ে আমাকে অক্সিজেন ব্যবহার করতে হয় এবং ভালো করে সামিট করি। নামার সময় তুষার ঝড়ের কারনে আমার snow blindness হয়। তুষার ঝড়ে সানগ্লাসে বরফ এসে জমে যায় যার ফলে আমাদের হাত দিয়ে সানগ্লাস পরিষ্কার করতে হয়। কিছুক্ষণ পরিষ্কার না করলে কংক্রিটের মতো জমে যায়।কিন্তু ওই দুর্গম পথে সব সময় সম্ভব হয় না কিছুক্ষণ পর পর পরিষ্কার করার। আমার ক্ষেত্রেও সেটাই হয় বরফ এসে সানগ্লাসের উপর জমে যায় ফলে বাধ্য হয় সানগ্লাস খুলতে। খালি চোখে তুষার ঝড়ের ঝাপটা এসে লাগে কিন্তু চোখ বন্ধ করার উপায় নেই চারিদিকে বিপদ। তার মধ্যে UV রশ্মি সোজাসুজি সূর্য থেকে বরফে রিফলেক্ট করে চোখে আসছিল। এত উঁচুতে বায়ুমণ্ডলের স্তর পাতলা হওয়ায় UV রশ্মি খুব শক্তিশালী ওখানে।
Snow blindness হচ্ছে তুষার অন্ধত্ব। এটা পার্মানেন্ট অন্ধত্ব নয় কিন্তু এক দুদিন অন্ধ হয়ে যায় চোখে খুব ব্যথা যন্ত্রণা হয়। এই তুষার অন্ধত্ব সাথে সাথে হয় না, তুষার ঝড়ের ঝাপটা আর IV রশ্মি লাগার ৫ থেকে ৭ ঘন্টা পরে অন্ধ হয়। আমি ভেবেছিলাম ওই পাঁচ থেকে সাত ঘণ্টার মধ্যে ক্যাম্প ৩ তে নেমে পড়বো, রাতে বিশ্রাম নেব চোখে ড্রপ দেব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ভাগ্য সাধ দেয়নি। নামার সময় দেখি এক বিদেশী পর্বতারোহী এক ফাটলে পড়ে গিয়েছে। সেই পর্বতারোহী কে উদ্ধার করতে গিয়ে পাঁচ ঘন্টা চলে যায় দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যে সাতটা বেজে যায়। অন্ধকার নেমে আসে। ওকে উদ্ধার করা হলে ওয়াকি টকিতে খবর পাঠানো হয় এবং টিম এসে নিয়ে যায়। ৫ ঘন্টা পেরিয়ে যাওয়ায় আমার চোখ আস্তে আস্তে অন্ধ হতে শুরু করে আমি আর কিছু দেখতে পাই না। চোখে যন্ত্রণা হতে শুরু করে। এদিকে অক্সিজেন শেষ হয়ে আসছে আমার এবং শেরপাদেরও। প্রাণ বাঁচাতে শেরপারা তখন আমাকে ছেড়ে চলে আসে। সারারাত আমাকে খোলা আকাশের নিচে তুষার ঝড়ের মধ্যে ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় খাড়াই দেওয়ালে। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় পায়ের ফন্ট পয়েন্ট দিয়ে খাড়াই দেওয়ালে, মানে পায়ের সামনের টো এর ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পুরো শরীরের ভর এর ওপরই থাকে। নড়াচড়া করার কোন সুযোগ নেই। একটু কিছু ভুল মানেই মৃত্যুর হাতছানি। পরের দিন সকাল। শেরপারা ভাবে আমি আর বেঁচে নেই। ৮০০০ উচ্চতায় মানে ওটা dead jone কেউ বাঁচে না তার মধ্যে আমি অক্সিজেন ছাড়া রয়েছে ওখানে। সারারাত breathing exercises করে গেছি নিজের শরীরের সব জোর দিয়ে। নিজেকে জাগিয়ে রেখেছি সারারাত যাতে ঘুমিয়ে না পড়ি ঘুমিয়ে পড়লেই শরীর ঠান্ডা হয়ে যাবে আর নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবো। ভারসাম্য হারানো মানেই মৃত্যু।
তারপর ১৮ তারিখ দুপুর বেলা এক রাশিয়ান পর্বতারোহী আর তার শেরপা আমাকে দেখতে পায়। এখনো বেঁচে আছি দেখে তারা স্যাটেলাইটে সোজাসুজি কাঠমান্ডুতে খবর পাঠায় এবং কাঠমান্ডু থেকে শেরপা এসে আমাকে উদ্ধার করে। রাত নটায় ক্যাম্প ৩ তে এসে পৌঁছায়, প্রায় ৪৮ থেকে ৫০ ঘন্টা অক্সিজেন ছাড়া ওই জায়গায় কাটাতে হয় আমাকে আর ২৪ ঘন্টা পুরো একা"

কাঠমান্ডু হসপিটাল আপনাকে কতটা সাহায্য করেছে এবং আপনার চিকিৎসার পদ্ধতিটা যদি একটু বলেন।

= "কাঠমান্ডু হসপিটাল খুবই আমাকে সাহায্য করেছে কারণ আমি কোন টাকা পয়সাও ওদের পেমেন্ট করতে পারিনি, সেখানে আমাকে ওরা ভর্তি নিয়েছে এবং আমার চিকিৎসা ও করেছে। বেশিরভাগ হসপিটাল তো টাকা না দিলে ভর্তি নেয় না ফসবাইটের চিকিৎসা খুব তাড়াতাড়ি শুরু করতে না পারলে আঙ্গুল কেটে বাদ দিতে হয়। হয়তো আমার ভাগ্য খুব ভালো তাই ওখানে আমার চিকিৎসা খুব তাড়াতাড়ি শুরু হয় যার জন্য আমার আঙুল বেঁচে যায়। আর এখানে একজন সিনিয়র মাউন্টেনিয়ার আছেন সনৎকুমার ঘোষ উনার চেনা পরিচিতি এক এক্স আর্মি ডাক্তার ওনার আন্ডারে আমার ট্রিটমেন্ট চলছে। সব ডাক্তার এই চিকিৎসা করতে পারে না কারণ এটা সাধারণ লোকের হয় না। উনি খুব অভিজ্ঞ আর্মিতে থাকাকালীন অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে ওনার তাই উনার আন্ডারে আমি চিকিৎসা নিচ্ছি"।

এইবারে মানুষজন কতটা আপনার পাশে দাঁড়িয়েছে কিভাবে আপনাকে সাহায্য করেছে?

= "এমনিতে মানুষজন ব্যক্তিগতভাবে খুব সাহায্য করেছে তাদের দিক থেকে তারা অনেক বড় উৎসাহ এবং সাহায্য করে গেছে আমাকে। এবার যদি সরকার এগিয়ে আসে বা করপোরেট সংস্থা বা বড় বড় কোম্পানি তাহলে আমার অনেক সুবিধা হয়। এমনিতে ফুটবল ক্রিকেট অন্যান্য খেলায় যেমন অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় আমাদের এই পর্বত অভিযানে সেরকম কোন বড়ো স্পন্সর পাওয়া যায় না।তারপর ২০১৯ এ এভারেস্টে গিয়েছিলাম ২০২১ শে ধৌলাগিরি করলাম অক্সিজেন ছাড়া তো এইগুলো সব আমি ব্যাংক লোন নিয়ে করেছি কারণ তখন তো আমায় মানুষ চিনত না আর আমি মুখ ফুটে কারুর কাছে কোন সাহায্য চাইতে পারিনি এবং সোশ্যাল মিডিয়া তো আমি তখন আসতাম না ২০২১ শে অক্সিজেন ছাড়া ধৌলাগিরি করার পর মানুষজন আমায় প্রথম চিনতে শুরু করে এই বলে যে প্রথম মহিলা ভারতীয় যিনি অক্সিজেন ছাড়া আরোহন করলেন। তারপর থেকে মানুষজন আমাকে চিনতে শুরু করেন এবং অনেকটা ক্রাউড ফান্ডিং ও হয়েছে। ২০২২ সালে এভারেস্ট লোৎসে একসাথে গেলাম এবং তারপর তো এবারে মাকালু এবং অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা এভারেস্ট এবং লোৎসেতে অনেক ক্রাউড ফান্ডিং হয়েছে। কিন্তু যেহেতু মাকালুটা হঠাৎ এক মাসের মধ্যে যাওয়ার হলো অন্নপূর্ণা শেষ করার পরই সেই কারণে কোন সাহায্য আমি পাইনি"।

সরকারের কাছে কিছু সাহায্য চাননি?

= "সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছি কিন্তু এখনো অব্দি কোন সাহায্যের হাত তারা বাড়িয়ে দেননি দেখা যাক পরবর্তী দিনে কি হয়। ২০১৮ থেকে রাজ্য সরকারকে তো জানিয়ে আসছি কিন্তু কোন লাভই হয়নি, এবার কেন্দ্রীয় সরকার কেও জানিয়েছে দেখা যাক কি হয়"।

এবারে তো আপনাকে নিয়ে কবিতা এবং গান লেখা হয়েছে কেমন লাগছে আপনার?

=" হ্যাঁ আমাকে নিয়ে খুব সুন্দর লিখেছেন ভুবন চ্যাটার্জি আমার ছোটবেলা থেকে একদম মাকালু অভিযান এবং সেখানে একজন বিদেশী কে বাঁচাতে গিয়ে আটকে যাওয়া পর্যন্ত যা যা হয়েছে উনি সব খুব সুন্দর ভাষায় লিখেছেন। আমার খুব পছন্দ হয়েছে সেগুলো। সেই বিদেশী কে বাঁচাতে গিয়ে আমার ফস বাইট হয় এবং মোটামুটি দেড় দিন অব্দি আমি আটকে ছিলাম ওখানে। তারপর শেরপারা আমাকে উদ্ধার করে"।

আপনার পরবর্তী পরিকল্পনা কি?

= "পরিকল্পনা তো অনেকেই আছে এই দেশরে নামকে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গায় নিয়ে যেতে চাই। আমি চাই এই দেশকে গর্বিত করতে কিন্তু যদি মানুষ পাশে থাকে আমাকে একটু সাহায্য করে তাহলে আমি পরের আরোহনগুলো করে এই দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি। আপাতত ছমাসের জন্য আমাকে এখন ট্রিটমেন্টে থাকতে হবে তারপর যদি আবার নিশ্চয়ই এই দেশের মুখ উজ্জ্বল করব"।

সুনীল-গুরপ্রীতের যুগলবন্দীতে ভারতের জয়লাভ

সুপ্রতীক রায়

শেষ ১৩ বারের মধ্যে নয়বার চ্যাম্পিয়ন। এর মধ্যে অধিকাংশ সময় ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ৯০ মিনিটের মধ্যে। তবে এবারের সাফ কাপ ফাইনালের লড়াই যে অনেক বেশি কঠিন ছিল সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিশালী দল কুয়েত ছিল আজ সুনীল ছেত্রীদের প্রতিপক্ষ। ফিফা তালিকায় ভারতের থেকে তারা বেশ কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও ভারতকে তারা কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে সেটাই স্বাভাবিক ছিল। সেটাই হল ফাইনালে।
১৫ মিনিটের মাথায় ভারতীয় ডিফেন্সের একটা ভুলের সুযোগ নিয়ে কুয়েতকে এগিয়ে দিলেন আল খালদি। আকাশ মিশ্র এবং আনোয়ার একসঙ্গে কেটে গেলেন। গুরপ্রীত নিচু হওয়ার আগেই বল জালে। হঠাৎ পিছিয়ে পড়েও অবশ্য নিজেদের ফোকাস হারিয়ে ফেলেনি ভারত। স্টেডিয়াম ভর্তি মানুষের গর্জনে খেলার গতি কিছুটা শ্লথ করে দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন সুনীলরা। নিজেদের দখলের বল বেশি রাখা টার্গেট ছিল ভারতের। এল সাফল্য। ৩৬ মিনিটে সমতা ফিরিয়ে আনল ভারত। ডান দিক থেকে পূজারীর ক্রস বাঁদিক আশিক ধরে বাড়ালেন সুনীলকে। তার থ্রু ধরে সাহাল ফ্লিক করে দিলেন দ্বিতীয় পোস্টে। বল ফলো করে আসা চাংতে গোল করতে ভুল করেননি। তবে ভারতের ডিফেন্ডার আনোয়ার পায়ে চোট পেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে ভারতীয় নামাতে হয় মেহতাবকে। এরপর দুই দল সমান বেগে আক্রমণ করলেও জালে বল করতে অক্ষম হয় দুই দলই। ৯০ মিনিটের খেলায় ফল নির্ধারিত না হওয়ার ফলে খেলাটি যায় এক্সট্রা টাইম এ, সেখানেও দুই দল বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও এক্ষেত্রেও সফলতা হাত লাগে দুই দিলেও। কুয়েত অনেক আগেই ব্যাবধান বাড়ানোর অনেক ভালো সুযোগ পেলেও দুর্ভেদ্য পাঁচিল হয়ে সেই সুযোগে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু। অবশেষে টাই ব্রেকারেরও ফয়সালা না হওয়ার জন্য সাডেন ডেথ গুরপ্রীত এর সেভ এ জয় লাভ করে ভারত। ভারতীয় ক্যাপ্টেন সুনীল ছেত্রীকে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ এর সেরা খেলোয়াড় হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর সাথেও তিনি এই টুর্নামেন্টের গোল্ডেন বুট অর্থাৎ সর্বাধিক গোলদাতার খেতাব ও নিজের নামে নথিভুক্ত করে অপরদিকে টানা দুই ম্যাচে টাইব্রেকারে দুর্দান্ত সেভ দিয়ে ভারতীয় দলকে জেতালেও সেরা গোলরক্ষক অর্থাৎ গোল্ডেন গ্লাভস বিজয়ী হোন বাংলাদেশী গোল রক্ষক জিকো।
উচ্ছাস এর ঝর বয়ে যায় সমগ্র ব্যাঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে। "বন্দে মাতরম" গেয়ে দর্শকরা সম্মানিত করে ভারতে খেলোয়াড়দের। একটা সময় ছিল যেখানে ভারতীয় ক্যাপ্টেন সুনীল ছেত্রীকে সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভে এসে মাঠে এসে খেলা দেখার জন্য অনুরোধ করতে হয়েছিল সেখান থেকে আজ এই দিন সেখানে সমগ্র ভারত আজ এই জয় লাভ নিয়ে মেতে উঠেছে এবং তুলনামূলকভাবে দর্শকের অনুমানও বেড়েছে স্টেডিয়ামে এবং নব প্রজননের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলের জন্য উচ্ছ্বাস।
এই জয়লাভের সাথে ভারত ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাইয়ের এর পট ২ এ নিজের স্থান পাকা করেছে যা অংশগ্রহণের এক ধাপ আগে নিয়ে যায়। পরবর্তী ধাপ কঠিন হলেও ভারতীয় কোচ ইগোর স্টিমাক বলেছেন ওয়ার্ল্ড কাপ আমাদের কাছে এক স্বপ্নের মত যা খুব শীঘ্রই আমাদের কাছে বাস্তবে পরিবর্তন হতে চলেছে তবে এই মুহূর্তে আমরা এশিয়ান গেমস এর উপর বেশি জোর দিচ্ছি।
পরবর্তীতে থাইল্যান্ডে কিংস কাপ এ অংশগ্রহণ করবে ভারত এবং তারপরই এশিয়ান কাপ যেখানে ভারত মুখোমুখি হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া, উজবেকি কস্তানের মত দলের শক্তিশালী দলের সাথে। এটি ভারতের কাছে একটা সুবর্ণ সুযোগ যা পারবে ২০২৬ ওয়ার্ল্ডকাপে নিজেদের দাবিদারি পেশ করতে।

পরবর্তীকালে ভারতকে ওয়ার্ল্ডকাপে